https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ঔপনিবেশিক ভারতে আমলাতন্ত্রের বিকাশ: একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ (1757–1947)

চিরঞ্জিত রানা[1]

Abstract

ঔপনিবেশিক ভারতে আমলাতন্ত্রের বিকাশ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক শাসনের একটি কেন্দ্রীয় উপাদান, যা কেবল প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং রাষ্ট্রশক্তির কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক শোষণ এবং সামাজিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত সময়কালে ভারতে যে প্রশাসনিক রূপান্তর ঘটে, তা আধুনিক আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করে। বিশেষত Indian Civil Service-এর গঠন ও সম্প্রসারণ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগঠনের প্রক্রিয়াকে সুসংহত করে এবং প্রশাসনিক ক্ষমতাকে একটি পেশাদার, শ্রেণিবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত রূপ দেয়। এই প্রবন্ধটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের ঐতিহাসিক বিকাশ, কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য এবং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা।প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক-প্রমাণভিত্তিক (historical-analytical) পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে রচিত হয়েছে, যেখানে সমকালীন আইন, প্রশাসনিক প্রতিবেদন, সরকারি দলিল এবং প্রাসঙ্গিক গৌণ উৎস বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে Regulating Act, Government of India Act, এবং Government of India Act এর মাধ্যমে প্রশাসনিক রূপান্তরের ধারাকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে। প্রবন্ধটির মূল যুক্তি হলো ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র একদিকে ব্রিটিশ শাসনের শোষণমূলক চরিত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল, অন্যদিকে তা আধুনিক প্রশাসনিক দক্ষতা, আইনভিত্তিক শাসন এবং কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে। ফলত, ঔপনিবেশিক প্রশাসন ছিল দ্বৈত চরিত্রসম্পন্ন: এটি ছিল সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের যন্ত্র, আবার একই সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাংগঠনিক পূর্বসূরি। গবেষণার ফলাফল নির্দেশ করে যে, স্বাধীন ভারতের প্রশাসনিক কাঠামো, বিশেষত সর্বভারতীয় সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা, ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের উত্তরাধিকার বহন করে, যদিও তার লক্ষ্য ও আদর্শে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

মূল শব্দ: *ঔপনিবেশিক প্রশাসন; আমলাতন্ত্র; ভারতীয় সিভিল সার্ভিস; ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠন; নিয়ন্ত্রণ আইন ১৭৭৩; ভারত সরকার আইন ১৮৫৮; ভারত সরকার আইন ১৯৩৫; ভারতের প্রশাসনিক ইতিহাস*

AIJITR - Volume - 3, Issue - I, Jan-Feb 2026

Copyright © 2026 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

Abstract

ঔপনিবেশিক ভারতে আমলাতন্ত্রের বিকাশ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক শাসনের একটি কেন্দ্রীয় উপাদান, যা কেবল প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং রাষ্ট্রশক্তির কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক শোষণ এবং সামাজিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর, ইস্ট ইন্ডিয়া

[1] *অতিথি শিক্ষক, এন.সি.সি. ডিপার্টমেন্ট, গড়বেতা কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/3.I.2026.91-101
AIJITR, Volume 3, Issue –I, January-February, 2026, PP.91-101
Received on 21st February, 2026 & Accepted on 23rd February, 2026, Published: 28th February, 2026

https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

কোম্পানির রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত সময়কালে ভারতে যে প্রশাসনিক রূপান্তর ঘটে, তা আধুনিক আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করে। বিশেষত Indian Civil Service–এর গঠন ও সম্প্রসারণ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগঠনের প্রক্রিয়াকে সুসংহত করে এবং প্রশাসনিক ক্ষমতাকে একটি পেশাদার, শ্রেণিবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত রূপ দেয়। এই প্রবন্ধটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের ঐতিহাসিক বিকাশ, কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য এবং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা।প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক-প্রমাণভিত্তিক (historical-analytical) পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে রচিত হয়েছে, যেখানে সমকালীন আইন, প্রশাসনিক প্রতিবেদন, সরকারি দলিল এবং প্রাসঙ্গিক গৌণ উৎস বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে Regulating Act, Government of India Act, এবং Government of India Act এর মাধ্যমে প্রশাসনিক রূপান্তরের ধারাকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে। প্রবন্ধটির মূল যুক্তি হলো ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র একদিকে ব্রিটিশ শাসনের শোষণমূলক চরিত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল, অন্যদিকে তা আধুনিক প্রশাসনিক দক্ষতা, আইনভিত্তিক শাসন এবং কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে। ফলত, ঔপনিবেশিক প্রশাসন ছিল দ্বৈত চরিত্রসম্পন্ন: এটি ছিল সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের যন্ত্র, আবার একই সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাংগঠনিক পূর্বসূরি। গবেষণার ফলাফল নির্দেশ করে যে, স্বাধীন ভারতের প্রশাসনিক কাঠামো, বিশেষত সর্বভারতীয় সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা, ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের উত্তরাধিকার বহন করে, যদিও তার লক্ষ্য ও আদর্শে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

মূল শব্দ: ঔপনিবেশিক প্রশাসন; আমলাতন্ত্র; ভারতীয় সিভিল সার্ভিস; ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠন; নিয়ন্ত্রণ আইন ১৭৭৩; ভারত সরকার আইন ১৮৫৮; ভারত সরকার আইন ১৯৩৫; ভারতের প্রশাসনিক ইতিহাস

ভূমিকা (Introduction)

ঔপনিবেশিক ভারতে আমলাতন্ত্রের বিকাশ কেবল প্রশাসনিক পরিবর্তনের ইতিহাস নয়; এটি ছিল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগঠনের এক মৌলিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনভার ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক আধিপত্য সুসংহত করে। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা এবং ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি অধিকারের প্রাপ্তি ভারতের প্রশাসনিক কাঠামোয় এক গভীর পরিবর্তনের সূচনা করে (Brown, 1994)। কোম্পানি শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রশাসন ছিল অস্থির, বাণিজ্যকেন্দ্রিক ও দুর্নীতিগ্রস্ত; কিন্তু ধীরে ধীরে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি নিয়ন্ত্রণ এবং আইনি সংস্কারের মাধ্যমে এটি একটি সুসংগঠিত ও কেন্দ্রীভূত আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়।ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক বিকাশের ইতিহাসকে বোঝার ক্ষেত্রে ১৮শ ও ১৯শ শতকের গুরুত্বপূর্ণ আইনসমূহ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ (Guha,1997)। Regulating Act ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মাধ্যমে কোম্পানির প্রশাসনিক কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সূচনা করে এবং গভর্নর-জেনারেলের পদকে শক্তিশালী করে। পরবর্তীকালে Government of India Act কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটিয়ে সরাসরি ব্রিটিশ ক্রাউন শাসন প্রতিষ্ঠা করে, যার ফলে প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণ আরও সুদৃঢ় হয়। এই ধারার পরিণতি হিসেবে ২০শ শতকে Government of India Act প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কাঠামো প্রবর্তন করলেও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের মূল ভিত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে (Marshall,1998)।

এই প্রশাসনিক কাঠামোর কেন্দ্রে ছিল Indian Civil Service (ICS), যা দীর্ঘকাল ধরে “steel frame of the Raj” নামে পরিচিত ছিল। ICS ছিল উচ্চশিক্ষিত, পরীক্ষাভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত এবং মূলত ব্রিটিশ আধিপত্যশীল একটি এলিট প্রশাসনিক গোষ্ঠী, যারা জেলা পর্যায়ে রাজস্ব সংগ্রহ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং নীতিনির্ধারণ কার্যক্রম পরিচালনা করত (Mason, 1954)। প্রশাসনিক এই কাঠামো কার্যকর ও দক্ষ হলেও তা ছিল জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং উপনিবেশিক স্বার্থরক্ষায় নিবেদিত। ফলে, ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের চরিত্র ছিল দ্বৈত একদিকে এটি ছিল আধুনিক প্রশাসনিক শৃঙ্খলার প্রতীক, অন্যদিকে এটি ছিল শোষণ ও নিয়ন্ত্রণের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ(Metcalf,1995)।

১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কালটি তাই ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক বিবর্তনের একটি সুসংহত পর্ব হিসেবে বিবেচ্য। কোম্পানি শাসনের অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক প্রশাসন থেকে ক্রাউন শাসনের কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্র এবং পরবর্তীকালে সীমিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ এই দীর্ঘ সময়ে প্রশাসনিক কাঠামো ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়েছে (Washbrook,1988)। কিন্তু এই পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ছিল শাসনক্ষমতা সংহত করা এবং ঔপনিবেশিক স্বার্থ সংরক্ষণ করা (Weber,1978)।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ঔপনিবেশিক ভারতে আমলাতন্ত্রের বিকাশ, কাঠামোগত রূপান্তর এবং রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ায় এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করা। বিশেষভাবে গবেষণার উদ্দেশ্যগুলো হলো

a. ১৭৫৭–১৭৭৩ পর্যায়ে কোম্পানি শাসনের প্রাথমিক প্রশাসনিক কাঠামো ও সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করা।
b. ১৮শ শতকের শেষভাগ থেকে ১৯শ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া অনুধাবন করা, বিশেষত Regulating Act এবং পরবর্তী আইনসমূহের প্রভাব মূল্যায়ন করা।
c. ১৮৫৮ সালের পর ক্রাউন শাসনের অধীনে প্রশাসনিক সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠন বিশ্লেষণ করা।
d. Indian Civil Service এর গঠন, নিয়োগ পদ্ধতি, কার্যপরিধি এবং ঔপনিবেশিক শাসনে এর কেন্দ্রীয় ভূমিকা মূল্যায়ন করা।
e. ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের দ্বৈত চরিত্র একদিকে শোষণমূলক ও নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র, অন্যদিকে আধুনিক প্রশাসনিক কাঠামোর ভিত্তি এই দ্বন্দ্বমূলক প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা।
f. স্বাধীন ভারতের প্রশাসনিক কাঠামোর ওপর ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের উত্তরাধিকার ও প্রভাব নির্ধারণ করা।

গবেষণা পদ্ধতি (Methodology)

এই গবেষণাটি মূলত ঐতিহাসিক-প্রমাণভিত্তিক (historical-analytical) পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে রচিত। গবেষণায় গুণগত (qualitative) বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যেখানে প্রাথমিক ও গৌণ উভয় উৎসের সমন্বিত ব্যবহার করা হয়েছে। এটি একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণধর্মী (historical interpretative) গবেষণা, যেখানে নির্দিষ্ট সময়সীমা (১৭৫৭–১৯৪৭) অনুসরণ করে প্রশাসনিক বিবর্তনের ধারাকে ক্রমানুগভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস (Primary Sources) হিসেবে গবেষণায় নিম্নলিখিত প্রাথমিক দলিলসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইনসমূহ (যেমন ১৭৭৩, ১৮৫৮, ১৯৩৫ সালের আইন), সরকারি প্রশাসনিক প্রতিবেদন, নথি, সিভিল সার্ভিস নিয়োগসংক্রান্ত দলিল। এই দলিলসমূহ প্রশাসনিক কাঠামোর প্রকৃতি, কার্যকারিতা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা প্রদান করে। আর গৌণ উৎস (Secondary Sources) হিসেবে এই প্রবন্ধে, একাডেমিক গ্রন্থ, জার্নাল প্রবন্ধ, ইন্টারনেট উৎস প্রভৃতি। গবেষণায় তিনটি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করা হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্লেষণ, প্রশাসনিক কাঠামো, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ। তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ওয়েবেরীয় আমলাতন্ত্র তত্ত্ব ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোকে কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা। গবেষণাটি মূলত সরকারি দলিল ও প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসের ওপর নির্ভরশীল, ফলে গ্রামীণ স্তরের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি সীমিত পরিসরে আলোচিত হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা Literature Review

ঔপনিবেশিক ভারতে আমলাতন্ত্রের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা একটি বহুমাত্রিক ব্যাখ্যাগত পরিসরে বিকশিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রের ইতিহাসচর্চা মূলত তিনটি প্রধান ধারায় বিন্যস্ত—(১) প্রশাসনিক-প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাখ্যা, (২) উদারপন্থী আধুনিকীকরণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, এবং (৩) জাতীয়তাবাদী ও মার্কসবাদী সমালোচনামূলক।

১. প্রশাসনিক-প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাখ্যা: সংগঠন ও শাসনের বিবর্তন

প্রথম ধারার ঐতিহাসিকরা উপনিবেশিক আমলাতন্ত্রকে প্রধানত একটি প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের ইতিহাস হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের বিশ্লেষণে প্রশাসনিক দক্ষতা, সাংগঠনিক রূপান্তর এবং কেন্দ্রীভবনের প্রক্রিয়া বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বি. বি. মিশ্র (1959) তাঁর The Central Administration of the East India Company গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ১৭৭৩ সালের Regulating Act থেকে শুরু করে ১৯শ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোম্পানি প্রশাসন একটি ধাপে ধাপে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়।

সাম্রাজ্যবাদী ঘরানার প্রখ্যাত ব্রিটিশ প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ঐতিহাসিক ফিলিপ ম্যাসন (Philip Mason), যিনি 'ফিলিপ উডরাফ' ছদ্মনামেও পরিচিত, ভারতীয় আমলাতন্ত্রকে মূলত একটি 'আদর্শবাদী ও অভিভাবকসুলভ কাঠামো' (Platonic Guardianship) হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। ফিলিপ ম্যাসন তাঁর দুই খণ্ডের আকর গ্রন্থ The Men Who Ruled India-এ ব্রিটিশ ভারতীয় আমলাতন্ত্র বা ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (ICS)-এর একটি অত্যন্ত ইতিবাচক ও রোমান্টিক চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর সাহিত্য পর্যালোচনার মূল নির্যাস হলো, ব্রিটিশ আমলারা

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ছিলেন প্লেটোর বর্ণিত সেই 'গার্ডিয়ান' বা 'অভিভাবক' শ্রেণির বাস্তব রূপ, যারা ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে নিঃস্বার্থভাবে ভারতীয় জনগণের সেবা করতেন (Mason,1954) ।

২. উদারপন্থী আধুনিকীকরণ তত্ত্ব: রাষ্ট্রগঠনের সূচনা

দ্বিতীয় ধারার ঐতিহাসিকরা উপনিবেশিক আমলাতন্ত্রকে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সূচনাবিন্দু হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। পার্সিভাল স্পিয়ার (1965) এবং জুডিথ ব্রাউন (1994) যুক্তি দেন যে ব্রিটিশ প্রশাসন ভারতে আইনের শাসন, পরীক্ষাভিত্তিক নিয়োগব্যবস্থা এবং নথিভিত্তিক প্রশাসনিক সংস্কৃতি প্রবর্তন করে। তাঁদের মতে, উপনিবেশিক শাসন কাঠামো স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে। টি. আর. মেটকাফ (1995) তাঁর Ideologies of the Raj-এ দেখিয়েছেন যে প্রশাসনিক কাঠামো কেবল একটি শাসনযন্ত্র নয়; এটি ব্রিটিশ শাসনের আদর্শিক ভাষ্য— "civilizing mission", শৃঙ্খলা ও যুক্তিবাদ— প্রতিফলিত করে। এই ব্যাখ্যায় প্রশাসনকে আধুনিকীকরণের বাহক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যেখানে আইনি-প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সামাজিক রূপান্তরের পূর্বশর্ত তৈরি করে।

৩. জাতীয়তাবাদী ও মার্কসবাদী সমালোচনা: শোষণ ও আধিপত্য

তৃতীয় ধারায় ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রকে একটি শোষণমূলক রাষ্ট্রযন্ত্র হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেমব্রিজ স্কুলের (Cambridge School) অন্যতম প্রধান ঐতিহাসিক অনিল সিল (Anil Seal) ভারতীয় আমলাতন্ত্র এবং রাজনীতিকে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, আমলাতন্ত্র কেবল শাসনের যন্ত্র ছিল না, বরং এটি ছিল ক্ষমতার দরকষাকষির একটি মাধ্যম। অনিল সিল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Emergence of Indian Nationalism-এ ব্রিটিশ ভারতীয় আমলাতন্ত্রকে একটি 'স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী' (Interest Group) হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন। তাঁর সাহিত্য পর্যালোচনায় তিনি দেখিয়েছেন যে, আমলাতন্ত্র কেবল ওপর থেকে শাসন করেনি, বরং এটি ভারতীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির (Bhadralok/Elites) সাথে একটি জটিল সম্পর্ক তৈরি করেছিল। সিল এখানে আমলাতন্ত্রকে একটি 'সহযোগিতার কাঠামো' (Collaboration framework) হিসেবে বর্ণনা করেছেন যা ব্রিটিশ ও ভারতীয় এলিটদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করত (Seal,1968) ।

আধুনিক ভারতের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় (Sekhar Bandyopadhyay) তাঁর গবেষণায় ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রকে কোনো একক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে একটি 'ভারসাম্যপূর্ণ এবং সংশ্লেষণধর্মী' (Balanced and Synthetic) অবস্থান থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ From Plassey to Partition: A History of Modern India-এ ব্রিটিশ ভারতীয় আমলাতন্ত্র বা 'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস' (ICS)-এর বিবর্তনকে অত্যন্ত নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন (Bandyopadhyay, 2004)।

মার্ক্সবাদী ঘরানার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সুমিত সরকার (Sumit Sarkar) তাঁর গবেষণায় ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রকে মূলত একটি 'শ্রেণিভিত্তিক ও দমনমূলক রাষ্ট্রযন্ত্র' (Class-based and Repressive State Apparatus) হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। সুমিত সরকার তাঁর আকর গ্রন্থ Modern India: 1885–1947-এ ব্রিটিশ ভারতীয় আমলাতন্ত্র বা 'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস' (ICS)-কে কেবল একটি দক্ষ শাসনকাঠামো হিসেবে দেখেননি, বরং একে ব্রিটিশ পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষাকারী একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সুমিত সরকারের বিশ্লেষণে আমলাতন্ত্রের 'ভারতীয়করণ' (Indianization) প্রক্রিয়াটিকে একটি 'উচ্চবর্গীয় আপস' হিসেবে দেখা হয়েছে(Sarkar ,1997)

৪. ওয়েবেরীয় তাত্ত্বিক কাঠামো

ম্যাক্স ওয়েবারের আমলাতন্ত্র তত্ত্ব (Weber, 1978) ঔপনিবেশিক প্রশাসনের বিশ্লেষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো প্রদান করে। তাঁর rational-legal authority ধারণা অনুসারে আধুনিক আমলাতন্ত্র নিয়মভিত্তিক, শ্রেণিবিন্যাসযুক্ত এবং পেশাদার দক্ষতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ঔপনিবেশিক ভারতে প্রশাসনিক কাঠামো এই বৈশিষ্ট্যগুলির অনেকাংশ ধারণ করলেও তা রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ ছিল না। মেটকাফ (1995) এবং গুহ (1997) উভয়েই ইঙ্গিত করেছেন যে ওয়েবেরীয় আদর্শ মডেল ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে আংশিকভাবে প্রযোজ্য। বাস্তবে প্রশাসনিক কাঠামো ছিল বর্ণবাদী ও শ্রেণিভিত্তিক বৈষম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রকে একটি "অসম্পূর্ণ আধুনিকতা" (incomplete modernity) হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

তাত্ত্বিক কাঠামো (Theoretical Framework)

ঔপনিবেশিক ভারতে আমলাতন্ত্রের বিকাশ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একক কোনো তাত্ত্বিক কাঠামো যথেষ্ট নয়। কারণ ঔপনিবেশিক প্রশাসন ছিল একই সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক, আদর্শিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। ফলে এই গবেষণায় তিনটি

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

আন্তঃসম্পর্কিত তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করা হয়েছে, - (১) ম্যাক্স ওয়েবারের আমলাতন্ত্র তত্ত্ব, (২) ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রতত্ত্ব (Colonial State Theory), এবং (৩) মার্কসবাদী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ।

এই ত্রিমাত্রিক কাঠামো প্রশাসনিক কাঠামোর সংগঠনগত বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং অর্থনৈতিক কার্যকারণ এই তিনটি স্তরকে সমন্বিতভাবে বিশ্লেষণ করার সুযোগ প্রদান করে।

১. ওয়েবেরীয় আমলাতন্ত্র তত্ত্ব: প্রাতিষ্ঠানিক যুক্তির বিশ্লেষণ

ভারতবর্ষের প্রশাসনিক কাঠামো বা আমলাতন্ত্রকে বিশ্লেষণ করার জন্য জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber)-এর আমলাতন্ত্রের তত্ত্বটি হলো প্রধান তাত্ত্বিক ভিত্তি (Theoretical Framework)। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের সিভিল সার্ভিস মূলত একটি 'ওয়েবারীয় কাঠামো'-র ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ভারতীয় আমলাতন্ত্রের ওয়েবারীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ-

(1) ক্রমোচ্চ বিন্যাস (Hierarchy): ম্যাক্স ওয়েবারের আমলাতন্ত্রের তত্ত্বে 'ক্রমোচ্চ বিন্যাস' (Hierarchy) হলো প্রশাসনিক কাঠামোর প্রধান ভিত্তি বা মেরুদণ্ড। ভারতীয় আমলাতন্ত্রে এই বৈশিষ্ট্যটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়, যেখানে পুরো প্রশাসনকে একটি পিরামিড সদৃশ কাঠামোতে সাজানো হয়েছে।

(2) শ্রম বিভাজন ও বিশেষীকরণ (Division of Labour):

ম্যাক্স ওয়েবারের আমলাতন্ত্রের মডেলের একটি প্রধান স্তম্ভ হলো 'শ্রম বিভাজন ও বিশেষীকরণ' (Division of Labour & Specialization) । সহজ কথায় বলতে গেলে, এটি হলো প্রশাসনের বিশাল এবং জটিল কাজগুলোকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের হাতে তুলে দেওয়া।

(3) লিখিত নিয়ম ও নথি (Rules and Documentation):

ম্যাক্স ওয়েবারের আমলাতন্ত্রের মডেলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো 'লিখিত নিয়ম ও নথি' (Rules and Documentation), যা ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, আমলাতন্ত্রে কোনো কাজই মৌখিক আদেশে বা ব্যক্তিগত খেয়ালখুশিতে হয় না; প্রতিটি সিদ্ধান্তই পূর্বনির্ধারিত লিখিত নিয়ম এবং 'সার্ভিস রুলস' অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়। ভারতীয় আমলাতন্ত্রে একে বলা হয় 'ম্যানেজমেন্ট অফ ফাইলস'।

(4) নৈর্ব্যক্তিকতা (Impersonality):

ম্যাক্স ওয়েবারের আমলাতন্ত্রের মডেলের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো 'নৈর্ব্যক্তিকতা' (Impersonality), যা ভারতীয় প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

(5) 'যোগ্যতাভিত্তিক নিয়োগ' (Merit-based Selection)

ম্যাক্স ওয়েবারের আমলাতন্ত্রের মডেলের অন্যতম শক্তিশালী স্তম্ভ হলো 'যোগ্যতাভিত্তিক নিয়োগ' (Merit-based Selection), যা ভারতীয় আমলাতন্ত্রের বা সিভিল সার্ভিসের মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে। ওয়েবার মনে করতেন, যদি নিয়োগ প্রক্রিয়া মেধাভিত্তিক না হয়ে স্বজনপ্রীতি বা রাজ নৈতিক সুপারিশে হয়, তবে আমলারা দক্ষ হবেন না এবং তাঁরা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলের প্রতি অনুগত হয়ে পড়বেন (Weber, 1978) ।

২. ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রতত্ত্ব: প্রশাসনিক ক্ষমতার রাজনৈতিক প্রকৃতি

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রতত্ত্ব অনুসারে, ঔপনিবেশিক প্রশাসন কেবল শাসনকার্য পরিচালনার জন্য নয়; বরং সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার জন্য নির্মিত এক বিশেষ রাজনৈতিক কাঠামো (Metcalf, 1995)। ভারতীয় আমলাতন্ত্রের ওপর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রতত্ত্ব (Colonial State Theory) মূলত এটি ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে ব্রিটিশ শাসনামলে সিভিল সার্ভিসকে একটি জনকল্যাণমূলক সংস্থার পরিবর্তে ব্রিটিশ সাম্রা জ্যের শাসন ও শোষণ বজায় রাখার 'দমনমূলক' হাতিয়ার হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল। এই তত্ত্বের প্রধান দিকগুলো হলো -

(i) অতি-উন্নত রাষ্ট্রীয় কাঠামো (The Over-developed State):

মার্ক্সবাদী সমাজবিজ্ঞানী হ্যামজা আলাভি (Hamza Alavi) তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "The State in Post-Colonial Societies"-এ উল্লেখ করেছেন যে, ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র ছিল একটি 'অতি-উন্নত' (Over-developed) যন্ত্র। ইউরোপে আমলাতন্ত্র গড়ে উঠেছিল দীর্ঘ বিবর্তনের মাধ্যমে, কিন্তু ভারতে ব্রিটিশরা তাদের শাসনের প্রয়োজনে কৃত্রিমভাবে একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামো চাপিয়ে দিয়েছিল। আলাভির মতে, এই আমলাতন্ত্রের মূল লক্ষ্য ছিল দেশীয় সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করা। স্বাধীনতার পরেও এই 'অতি-উন্নত' চরিত্রটি ভারতীয় আমলাতন্ত্রের গভীরে প্রোথিত রয়ে গেছে।

(ii) ইস্পাত কাঠামো ও সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ (The Steel Frame):

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ঐতিহাসিক বি. বি. মিশ্র (B.B. Misra) তাঁর আকর গ্রন্থ "The Bureaucracy in India"-তে দেখিয়েছেন কীভাবে ব্রিটিশরা আমলাতন্ত্রকে একটি 'ইস্পাত কাঠামো' (Steel Frame) হিসেবে গড়ে তুলেছিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড জর্জের দেওয়া এই অভিধাটি মূলত আমলাতন্ত্রের অনমনীয়তা এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অটল আনুগত্যকে নির্দেশ করে। মিশ্রর মতে, এই তত্ত্বের সারকথা হলো—আমলারা ছিলেন ব্রিটিশ রাজের প্রতিনিধি, জনগণের সেবক নন। তাঁদের প্রধান দায়িত্ব ছিল রাজস্ব সংগ্রহ (Revenue Collection) এবং সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা (Misra, 1959) ।

(iii) আভিজাত্য এবং সামাজিক দূরত্ব (Elitism and Social Distance):

ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ (Ranajit Guha) এবং নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চার (Subaltern Studies) প্রবক্তারা ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের 'আধিপত্যবাদী' (Dominance without Hegemony) চরিত্রের ওপর আলোকপাত করেছেন। তাঁদের মতে, ব্রিটিশ আমলারা নিজেদের একটি উচ্চতর বর্ণ বা 'Mandarin Class' হিসেবে ভাবতেন। তাঁরা সাধারণ ভারতীয়দের থেকে ভৌগোলিক ও মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকতেন (যেমন—ক্যান্টনমেন্ট বা সিভিল লাইনে বসবাস)। এই তত্ত্বটি প্রমাণ করে যে, ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র মূলত একটি 'শাসক শ্রেণি' তৈরি করেছিল যা সাধারণ মানুষের আবেগ ও সংস্কৃতির প্রতি ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন(Guha,1997)।

(iv)পুলিশি রাষ্ট্রের মানসিকতা (Police State Mentality):

অধ্যাপক অতুল কোহলি (Atul Kohli) এবং ডেভিড পটার (David Potter) তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ছিল মূলত একটি 'পুলিশি রাষ্ট্র'। সিভিল সার্ভিসের মূল লক্ষ্য ছিল স্থিতাবস্থা বজায় রাখা এবং যেকোনো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা (Kohli, 1990)। পটারের "India's Political Administrators" গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ব্রিটিশরা আমলাতন্ত্রের ভেতরে এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি তৈরি করেছিল যেখানে 'আইন ও শৃঙ্খলা' (Law and Order) বজায় রাখাই ছিল শ্রেষ্ঠ সাফল্য, জনকল্যাণ বা উন্নয়ন নয় (Potter, 1986)।

(v) . কাঠামোগত ধারাবাহিকতা ও সীমাবদ্ধতা (Structural Continuity):

ঐতিহাসিক শোভনলাল দত্তগুপ্ত এবং অন্যান্য তাত্ত্বিকরা উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তর হলেও আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেনি। ব্রিটিশদের তৈরি করা আইনি কাঠামো (যেমন: IPC, CrPC) এবং ফাইলবন্দি প্রথা বা 'লাল ফিতার ফাঁস' (Red Tapism) আজও বজায় আছে। এই তত্ত্ব অনুসারে, ভারতীয় আমলাতন্ত্র আজও একটি 'Colonial Legacy' বা ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার বহন করছে, যা আধুনিক গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষার সাথে অনেক সময় সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠে (Gupta,1979) ।

৩. মার্কসবাদী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ: শোষণ ও শ্রেণিগত আধিপত্য

মার্কসবাদী তত্ত্ব অনুসারে রাষ্ট্র ও আমলাতন্ত্র অর্থনৈতিক উৎপাদনব্যবস্থা ও শ্রেণিগত আধিপত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত (Sarkar, 1983)। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রকে একটি "instrument of extraction" হিসেবে দেখা হয় যার মাধ্যমে সম্পদ আহরণ, রাজস্ব সংগ্রহ এবং ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সুসংহত করা হয়। ঔপনিবেশিক ভারতীয় আমলাতন্ত্র বা ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (ICS)-এর ওপর মার্কসবাদী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (Marxist Political-Economic Analysis) মূলত আমলাতন্ত্রকে একটি নিরপেক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো হিসেবে দেখে না।

(i) অতি-উন্নত রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও হ্যামজা আলাভির বিশ্লেষণ (The Over-developed State):

মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক হ্যামজা আলাভি (Hamza Alavi) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "The State in Post-Colonial Societies"-এ ভারতীয় আমলাতন্ত্রকে একটি 'অতি-উন্নত' (Over-developed) কাঠামো হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, ইউরোপে আমলাতন্ত্র বিকশিত হয়েছিল বুর্জোয়া শ্রেণির প্রয়োজনে, কিন্তু ভারতে ব্রিটিশরা তাদের উন্নত সামরিক-প্রশাসনিক যন্ত্রটি কৃত্রিমভাবে চাপিয়ে দিয়েছিল (Alavi,1972) ।

(ii) সম্পদ নিষ্কাশন (Drain of Wealth): ও রজনী পাম দত্তের দৃষ্টিভঙ্গি:

প্রখ্যাত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক রজনী পাম দত্ত (R.P. Dutt) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "India Today"-তে উল্লেখ করেছেন যে, আইসিএস (ICS) ছিল ব্রিটিশ ফিন্যান্স ক্যাপিটালের পাহারাদার। মার্কসবাদী রাজনৈতিক অর্থনীতি অনুযায়ী, আমলারা কেবল শাসন করেননি, বরং তাঁরা ভারতের সম্পদ নিষ্কাশন বা 'Drain of Wealth'-এর পথ প্রশস্ত করেছিলেন। ভূমি রাজস্ব নীতি থেকে শুরু করে রেলওয়ে বিস্তার সবক্ষেত্রেই আমলারা এমনভাবে নীতি নির্ধারণ করতেন যা ব্রিটিশ শিল্পপতিদের মুনাফা নিশ্চিত করে এবং ভারতীয় কুটির শিল্পকে ধ্বংস করে। স্বাধীনতার পর, মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আমলাতন্ত্র ভারতীয় বৃহৎ পুঁজি বা 'Big Bourgeoisie'-এর সহায়ক হিসেবে কাজ করে (Dutt, 1940)।

(iii) আমলাতন্ত্রের শ্রেণি চরিত্র(Class Character of Bureaucracy) ও বিপন চন্দ্রের বিশ্লেষণ:

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ঐতিহাসিক বিপন চন্দ্র তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র কখনোই 'শ্রেণি-নিরপেক্ষ' ছিল না। এটি ছিল সরাসরি ব্রিটিশ শাসক শ্রেণির প্রতিনিধি। আমলারা একদিকে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে ব্রিটিশ পণ্যের একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রাখতেন, অন্যদিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী পুঁজির বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করতেন। মার্কসবাদী বিশ্লেষণে আমলাতন্ত্রকে এখানে ' ঔপনিবেশিক শোষণের সুপারস্ট্রাকচার' হিসেবে দেখা হয়, যা পুঁজিবাদের বিশ্বব্যাপী বিস্তারে সহায়তা করেছিল (Chandra ,1979) ।

(iv) আধিপত্যবাদী চরিত্র ও রণজিৎ গুহর দৃষ্টিভঙ্গি (Dominance and Subaltern Studies):

নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চার (Subaltern Studies) প্রবক্তা রণজিৎ গুহ আমলাতন্ত্রের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন,আমলাতন্ত্র জনগণের ওপর কোনো সাংস্কৃতিক বা আদর্শগত নেতৃত্ব তৈরি করতে পারেনি, বরং এটি কেবল ক্ষমতার দাপট ও ভয়ের মাধ্যমে শাসন পরিচালনা করে।এটি ছিল মূলত একটি 'দমনমূলক আধিপত্য'।মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি দেখান যে, আমলারা আইনের শাসন বা লিগ্যাল-র‍্যাশনাল সিস্টেমের দোহাই দিলেও আসলে জোরপূর্বক কৃষকদের ওপর খাজনা চাপিয়ে দিতেন এবং কৃষিপণ্যের বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে বিশ্ব পুঁজিবাদের সাথে যুক্ত করে শোষণের পথ প্রশস্ত করতেন (Guha , 1997) ।

(v) আমলাতান্ত্রিক এলিট ও সামাজিক বৈষম্য (Institutionalized Inequality):

ঐতিহাসিকদের মতে ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের উচ্চ বেতন এবং সুযোগ-সুবিধা ছিল ভারতীয় জনগণের চরম দারিদ্র্যের সাথে সম্পূর্ণ বৈপরীত্যপূর্ণ। এটি একটি 'পরজীবী শ্রেণি' (Parasitic Class) হিসেবে কাজ করত। মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদদের মতে, আমলাদের পেছনে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হতো, তা আসলে ভারতীয় উৎপাদকদের শ্রমের ফসল ছিল। এই বিশাল প্রশাসনিক ব্যয় ভারতীয় অর্থনীতির মূলধন গঠনকে (Capital Formation) বাধাগ্রস্ত করেছিল, যার ফলে ভারত দীর্ঘকাল অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার শিকার হয়।

মূল বিশ্লেষণ (Core Analysis)

ঔপনিবেশিক ভারতে আমলাতন্ত্রের বিকাশকে যথার্থভাবে অনুধাবন করতে হলে এটিকে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ধারাবাহিকতা হিসেবে নয়, বরং একটি বহুমাত্রিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত সময়কাল জুড়ে প্রশাসনিক কাঠামোর রূপান্তর ছিল রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক শোষণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক আধুনিকীকরণের পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার ফল। এই মূল বিশ্লেষণ অংশে প্রশাসনিক বিবর্তনকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করে আলোচিত হবে—

(১) কোম্পানি শাসনের সূচনা ও প্রশাসনিক সংকট (১৭৫৭–১৭৭৩),
(২) পার্লামেন্টারি নিয়ন্ত্রণ ও কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্রের বিকাশ (১৭৭৩–১৮৫৮),
(৩) ক্রাউন শাসন ও আমলাতান্ত্রিক সম্প্রসারণ (১৮৫৮–১৯১৯), এবং
(৪) সাংবিধানিক সংস্কার, সীমিত স্বায়ত্তশাসন ও প্রশাসনিক দ্বৈততা (১৯১৯–১৯৪৭)।

১. কোম্পানি শাসনের সূচনা ও প্রশাসনিক সংকট (1757–1773)

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ এবং ১৭৬৪ সালের বক্সারের যুদ্ধের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কেবল একটি বাণিজ্যিক সংস্থা থেকে আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ১৭৬৫ সালে মুঘল সম্রাট শাহ আলম দ্বিতীয়ের কাছ থেকে বাংলার, বিহারের ও উড়িষ্যার দেওয়ানি অধিকারের প্রাপ্তি কোম্পানিকে কার্যত রাজস্ব ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী করে তোলে(Marshall,1998)। এই মুহূর্ত থেকে কোম্পানির সামনে বাণিজ্য পরিচালনার পাশাপাশি শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্বও এসে পড়ে। বি. বি. মিশ্র উল্লেখ করেন যে এই সময়ে প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যক্তিনির্ভর ছিল এবং কেন্দ্রীয় তদারকির অভাব প্রশাসনিক সংকটকে গভীরতর করে তোলে (Misra,1959)।

দ্বৈত শাসন (Dual Government) ও প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা

১৭৬৫ সালের পর বাংলায় "দ্বৈত শাসন" (Dual Government) ব্যবস্থা চালু হয়। এই ব্যবস্থায় দেওয়ানি (রাজস্ব আদায়) কোম্পানির হাতে থাকলেও নিযামত বা প্রশাসনিক ও বিচারিক দায়িত্ব নামমাত্র নবাবের হাতে রয়ে যায়। ফলে প্রশাসনিক দায়িত্ব ও আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয়। কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিলেও প্রশাসনিক দায়িত্ব কার্যকরভাবে পালন করেনি। পার্সিভাল স্পিয়ার দেখিয়েছেন যে এই দ্বৈত ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে "power without responsibility" এর একটি দৃষ্টান্ত, যেখানে কোম্পানি রাজস্ব আহরণ করলেও জনকল্যাণ বা প্রশাসনিক স্থিতিশীলতার দায়িত্ব গ্রহণ করেনি (Spear,1959)।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি হস্তক্ষেপ ও Regulating Act (1773)

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

এই প্রশাসনিক সংকট এবং কোম্পানির আর্থিক অনিয়ম ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে সরাসরি হস্তক্ষেপে বাধ্য করে। ১৭৭৩ সালে প্রণীত Regulating Act ছিল কোম্পানি প্রশাসনের ওপর প্রথম কার্যকর সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ। এই আইনের মাধ্যমে কলকাতার গভর্নরকে "Governor-General of Bengal" হিসেবে উন্নীত করা হয় এবং তাঁর সঙ্গে একটি কাউন্সিল গঠন করা হয়। একই সঙ্গে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিচারিক কাঠামো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে (Marshall, 1998)। টি. আর. মেটকাফ যুক্তি দেন যে Regulating Act ছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সূচনা, যা পরবর্তী কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করে (Metcalf,1995)।

ঐতিহাসিক তাৎপর্য

১৭৫৭–১৭৭৩ সময়কালকে তাই ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের "সংকট ও রূপান্তরের সূচনা-পর্ব" হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। একদিকে এটি ছিল বাণিজ্যিক শাসন থেকে রাজনৈতিক শাসনে রূপান্তরের সময়; অন্যদিকে এটি প্রশাসনিক অদক্ষতা ও নৈতিক সংকটের যুগ। Regulating Act এর মাধ্যমে যে কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের সূচনা হয়, তা পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ভারতের পূর্ণাঙ্গ আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রের ভিত্তি রচনা করে। এই পর্বে প্রশাসনিক সংকট ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি নিয়ন্ত্রণকে অপরিহার্য করে তোলে, যা ভবিষ্যতে কোম্পানি শাসনকে ক্রমান্বয়ে একটি নিয়মভিত্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক আমলাতন্ত্রে রূপান্তরিত করার পথ প্রশস্ত করে।

২. পার্লামেন্টারি নিয়ন্ত্রণ ও কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্রের বিকাশ (1773–1858)

১৮শ শতকের শেষভাগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ক্রমশ ব্রিটিশ রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আসে। পলাশীর (১৭৫৭) ও বক্সারের (১৭৬৪) যুদ্ধোত্তর সময়ে কোম্পানি একটি আঞ্চলিক বাণিজ্যিক শক্তি থেকে কার্যত রাজনৈতিক শাসকশক্তিতে রূপান্তরিত হলেও, তার প্রশাসনিক কাঠামো ছিল দুর্বল, অনিয়ন্ত্রিত এবং ব্যক্তিনির্ভর। এই সংকটময় পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৭৭৩ সালের Regulating Act প্রণয়ন করে, যা কোম্পানি প্রশাসনের ওপর সংসদীয় নিয়ন্ত্রণের সূচনা করে (Marshall,1998)। বি. বি. মিশ্র বিশ্লেষণ করেছেন যে ১৭৭৩ থেকে ১৮৩৪ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রশাসন ক্রমশ সুসংগঠিত ও নথিভিত্তিক রূপ লাভ করে (Misra,1959) । ১৮৩৩ সালের চার্টার আইনের মাধ্যমে গভর্নর-জেনারেল অব বেঙ্গল–কে "Governor-General of India" হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যা সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের প্রশাসনিক ঐক্যকে সুসংহত করে (Spear,1965)।

জেলা প্রশাসন ও কালেক্টর পদ

এই সময়ে জেলা কালেক্টর পদ প্রশাসনিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তিতে পরিণত হয়। কালেক্টর ছিলেন রাজস্ব সংগ্রহ, বিচারিক দায়িত্ব এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রধান কর্মকর্তা। এই বহুমুখী ক্ষমতা ওয়েবেরীয় rational-legal আমলাতন্ত্রের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ—যেখানে প্রশাসনিক ক্ষমতা স্পষ্ট নিয়ম, নথি ও শ্রেণিবিন্যাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত (Weber,1978)। সুমিত সরকার দেখিয়েছেন যে ভূমি রাজস্ব নীতির মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদন ও বাণিজ্যিক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হতো, যা ব্রিটিশ শিল্পপুঁজির স্বার্থ রক্ষায় সহায়ক ছিল (Sarkar,1983)।

প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা ও ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ

যদিও ১৭৭৩–১৮৫৮ সময়কালে প্রশাসনিক কাঠামো সুসংগঠিত ও নিয়মভিত্তিক রূপ লাভ করে, তবুও এটি জনগণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। প্রশাসন ছিল ঊর্ধ্বমুখী ও বর্ণবাদী কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ এই প্রশাসনিক বিচ্ছিন্নতা ও রাজনৈতিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই বিদ্রোহের পরিণতিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট Government of India Act প্রণয়ন করে, যার মাধ্যমে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে এবং সরাসরি ক্রাউন শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় (Brown,1994)। জুডিথ ব্রাউন যুক্তি দেন যে এই রূপান্তর প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণকে আরও সুদৃঢ় করে এবং ভাইসরয় পদের মাধ্যমে নির্বাহী ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয় (Marshall,1998)। ফলে ১৭৭৩–১৮৫৮ সময়কালকে প্রশাসনিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও কেন্দ্রীভবনের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

৩. ক্রাউন শাসন ও আমলাতান্ত্রিক সম্প্রসারণ (1858–1919)

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক কাঠামোর অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাকে উন্মোচিত করে। এর প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ Government of India Act-এর মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারতের শাসনভার সরাসরি ব্রিটিশ ক্রাউনের হাতে ন্যস্ত হয়। এই রূপান্তর ছিল কেবল সাংবিধানিক পরিবর্তন নয়; বরং প্রশাসনিক

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

কাঠামোর মৌলিক পুনর্গঠন। ভাইসরয় পদের সৃষ্টি এবং সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া–এর মাধ্যমে লন্ডন ও দিল্লির মধ্যে সরাসরি প্রশাসনিক সংযোগ স্থাপিত হয়। এর ফলে উপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্র আরও কেন্দ্রীভূত ও নিয়ন্ত্রিত রূপ লাভ করে (Brown ,1994)।

ICS-এর প্রাধান্য ও প্রশাসনিক পেশাদারিত্ব

ক্রাউন শাসনামলে Indian Civil Service (ICS)–এর গুরুত্ব সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে। ১৮৫৪ সালের সংস্কারের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগ ব্যবস্থা চালু হয়, যা প্রশাসনিক পেশাদারিত্বের দাবি উত্থাপন করে। কিন্তু বাস্তবে এই পরীক্ষাব্যবস্থা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ব্রিটিশ নাগরিকদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল, কারণ পরীক্ষা লন্ডনে অনুষ্ঠিত হতো এবং বয়সসীমা ও শিক্ষাগত কাঠামো ভারতীয়দের জন্য প্রতিকূল ছিল। ফলে ICS একটি সামাজিকভাবে অভিজাত ও বর্ণবাদী প্রশাসনিক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। ফিলিপ ম্যাসন একে ব্রিটিশ শাসনের "steel frame" হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা সাম্রাজ্যিক নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি রচনা করে (Mason, 1954)।

আইন-শৃঙ্খলা, রাজস্ব ও অবকাঠামো: আধুনিকীকরণ না নিয়ন্ত্রণ?

ক্রাউন শাসনের সময় প্রশাসনিক কার্যক্রমের বিস্তার ঘটে—রেলপথ নির্মাণ, টেলিগ্রাফ, আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পুলিশ ও বিচারব্যবস্থার সম্প্রসারণ। এই উদ্যোগগুলি আধুনিকীকরণের লক্ষণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে এগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক সম্পদ আহরণ ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সুসংহত করা (Metcalf,1995)। ভূমি রাজস্ব প্রশাসন এবং ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখে এবং কৃষিজ উৎপাদন ও বাণিজ্যিক প্রবাহ নিশ্চিত করে। সুমিত সরকার দেখিয়েছেন যে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব আহরণ ও শাসন নিয়ন্ত্রণ; সামাজিক উন্নয়ন ছিল গৌণ (Sarkar,1983)। রণজিৎ গুহের বিশ্লেষণে এই প্রশাসনিক কাঠামোকে "dominance without hegemony" বলা হয়েছে—অর্থাৎ এটি শক্তিশালী ও প্রাতিষ্ঠানিক হলেও জনগণের নৈতিক বা সাংস্কৃতিক সম্মতি অর্জনে ব্যর্থ (Guha,1997)।

শ্রেণিবিন্যাসভিত্তিক কাঠামো ও ওয়েবেরীয় বিশ্লেষণ

এই সময়ে প্রশাসনিক কাঠামো একটি কঠোর শ্রেণিবিন্যাসভিত্তিক (hierarchical) রূপ ধারণ করে। কেন্দ্র থেকে প্রদেশ, প্রদেশ থেকে জেলা এবং জেলা থেকে মহকুমা—এই স্তরবিন্যাস ও দায়িত্ব বণ্টন ওয়েবেরীয় rational-legal আমলাতন্ত্রের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, আধুনিক আমলাতন্ত্র নিয়মভিত্তিক, নথিভিত্তিক এবং পেশাগত দক্ষতার ওপর প্রতিষ্ঠিত (Weber,1978) । তবে ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে এই কাঠামো রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ ছিল না। মেটকাফ যুক্তি দেন যে ব্রিটিশ প্রশাসন আদর্শগতভাবে "civilizing mission"–এর ভাষ্য ব্যবহার করলেও বাস্তবে তা ছিল সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য রক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ (Metcalf,,1995)।

৪. সংস্কার, সীমিত স্বায়ত্তশাসন ও প্রশাসনিক দ্বৈততা (1919–1947)

২০শ শতকের প্রথমার্ধে ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক কাঠামো এক নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন, গদর আন্দোলন, হোম রুল দাবি এবং বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী জাতীয়তাবাদী উত্থান ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে সাংবিধানিক সংস্কারের পথে অগ্রসর হতে বাধ্য করে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার এবং পরবর্তী Government of India Act ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে।

মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার ও দ্বৈত শাসন

১৯১৯ সালের সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে প্রাদেশিক পর্যায়ে "Dyarchy" বা দ্বৈত শাসন প্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থায় প্রশাসনিক বিষয়সমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়— Transferred subjects (শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বশাসন ইত্যাদি), Reserved subjects (রাজস্ব, পুলিশ, বিচার, ভূমি প্রশাসন)। স্পিয়ার যুক্তি দেন যে এই সংস্কার ছিল একটি "controlled experiment in responsible government," যার মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনভার রাজনৈতিক চাপ মোকাবিলা করতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি(Spear,1965)।

১৯৩৫ সালের আইন ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছিল Government of India Act, যা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কাঠামো প্রবর্তন করে এবং কেন্দ্র-প্রদেশ ক্ষমতার স্পষ্ট বিভাজন নির্ধারণ করে। এই আইনের অধীনে প্রদেশগুলিতে নির্বাচিত মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তবে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে থেকে যায়। অনিল সিল বিশ্লেষণ করেছেন যে এই সাংবিধানিক সংস্কারগুলি ঔপনিবেশিক প্রশাসনের চরিত্র মৌলিকভাবে পরিবর্তন করেনি; বরং এগুলি ছিল ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্ব রক্ষার কৌশল(Seal, 1968)।

প্রশাসনিক দ্বৈততা ও আমলাতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা

১৯১৯–১৯৪৭ সময়কালে প্রশাসনিক কাঠামো এক দ্বৈত চরিত্র ধারণ করে। একদিকে নির্বাচনী রাজনীতি ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের পরিধি বৃদ্ধি পায়; অন্যদিকে প্রশাসনিক কাঠামোর মূল স্তম্ভ—বিশেষত Indian Civil Service (ICS)—কেন্দ্রীয় ক্ষমতার ধারক হিসেবে অটুট থাকে। ICS কর্মকর্তারা জেলা প্রশাসন, রাজস্ব সংগ্রহ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় অপরিবর্তিত আধিপত্য বজায় রাখেন। এই ধারাবাহিকতা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতার পরিচায়ক। রণজিৎ গুহের ভাষায়, প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ছিল শক্তিশালী, কিন্তু তা সামাজিক সম্মতির ভিত্তিতে নয়; বরং ঔপনিবেশিক আধিপত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত(Guha,1997)।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে প্রশাসনিক উত্তরাধিকার

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের সময় ভারত একটি সুসংগঠিত, কেন্দ্রীভূত এবং পেশাদার প্রশাসনিক কাঠামো উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে। জুডিথ ব্রাউন উল্লেখ করেন যে স্বাধীনতার পর ভারতীয় নেতৃত্ব প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখাকে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য মনে করেছিল(Brown,1994)। ফলে ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের কাঠামোগত ভিত্তি সংরক্ষিত হয়, যদিও তার আদর্শিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য মৌলিকভাবে রূপান্তরিত হয়। অতএব, ১৯১৯–১৯৪৭ সময়কালকে ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের "সংস্কারমুখী কিন্তু নিয়ন্ত্রণধর্মী" পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এটি ছিল রাজনৈতিক চাপের মুখে আংশিক বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রতিনিধিত্বের বিস্তার, কিন্তু একই সঙ্গে কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ক্ষমতার সংরক্ষণ।

ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তন: একটি সমন্বিত মূল্যায়ন

ঔপনিবেশিক ভারতে আমলাতন্ত্রের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে এটি একরৈখিক বিকাশের কাহিনি নয়; বরং ধারাবাহিকতা (continuity) ও পরিবর্তন (change)-এর জটিল পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গঠিত একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া (Brown, 1994; Metcalf, 1995) । তবে এই রূপান্তরের মধ্যেও কিছু মৌলিক ধারাবাহিকতা সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল-

প্রথমত, রাজস্ব-কেন্দ্রিক প্রশাসনিক চরিত্র কোম্পানি শাসনামল থেকে স্বাধীনতা-পূর্ব পর্যায় পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে। জেলা কালেক্টর পদ, যা প্রথমে মূলত রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে বিচার, পুলিশ ও প্রশাসনিক কার্যাবলির কেন্দ্রে পরিণত হয়। বি. বি. মিশ্র (1959) দেখিয়েছেন যে ১৭৭৩ সালের Regulating Act-এর পর থেকে প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়, কিন্তু রাজস্ব আহরণই প্রশাসনিক কাঠামোর প্রধান অক্ষ হিসেবে বজায় থাকে।

দ্বিতীয়ত, প্রশাসনিক এলিটের আধিপত্যও একটি দীর্ঘস্থায়ী ধারাবাহিকতা। Indian Civil Service (ICS) ক্রাউন শাসনামলে প্রশাসনের "steel frame" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় (Mason, 1954)। রণজিৎ গুহ (1997) এই কাঠামোকে "dominance without hegemony" হিসেবে আখ্যায়িত করেন যেখানে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব শক্তিশালী, কিন্তু তা সামাজিক সম্মতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়।

তৃতীয়ত, পরিবর্তনের মাত্রাও সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কোম্পানি শাসনের প্রাথমিক অরাজকতা ও দুর্নীতিগ্রস্ত কাঠামো থেকে ক্রাউন শাসনের আইনি ও নিয়মভিত্তিক প্রশাসনে রূপান্তর একটি মৌলিক গুণগত পরিবর্তন নির্দেশ করে। ১৮৫৮ সালের Government of India Act প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটায় এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রত্যক্ষ দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীকালে ১৯৩৫ সালের Government of India Act প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কাঠামো প্রবর্তন করে প্রশাসনিক কাঠামোয় সীমিত বিকেন্দ্রীকরণের সূচনা করে (Spear, 1965)।

এই দ্বৈত প্রক্রিয়া—ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তন—ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের প্রকৃতি বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। মার্কসবাদী ব্যাখ্যায় প্রশাসনকে মূলত অর্থনৈতিক শোষণের যন্ত্র হিসেবে দেখা হয়েছে (Sarkar, 1983)। কিন্তু একই সঙ্গে ওয়েবেরীয় বিশ্লেষণ অনুসারে প্রশাসনিক কাঠামো ছিল নথিভিত্তিক, পেশাদার ও নিয়ম-নির্ভর (Weber, 1978)।

উপসংহার (Conclusion)

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ঔপনিবেশিক ভারতে আমলাতন্ত্রের বিকাশ একটি ধারাবাহিক কিন্তু জটিল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনভার ভারতীয় উপমহাদেশে তার রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক আধিপত্য সুসংহত করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যকেন্দ্রিক ও অস্থির প্রশাসন থেকে ক্রাউন শাসনের কেন্দ্রীভূত এবং নিয়মভিত্তিক আমলাতন্ত্রে রূপান্তর কেবল প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ফল নয়; বরং এটি ছিল একটি সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া। ১৭৭৩ সালের Regulating Act থেকে শুরু করে ১৮৫৮ সালের Government of India Act এবং পরবর্তীকালে ১৯৩৫ সালের Government of India Act পর্যন্ত প্রশাসনিক আইনসমূহ একটি ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার কাঠামো নির্মাণ করে। এই ধারার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল Indian Civil Service (ICS), যা ব্রিটিশ শাসনের "steel frame" হিসেবে কাজ করে (Mason, 1954)। ঔপনিবেশিক ভারতে আমলাতন্ত্রের বিকাশকে একটি দ্বৈত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা যায়—একদিকে এটি ছিল সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণের কাঠামো, অন্যদিকে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাংগঠনিক ভিত্তি। এই দ্বৈত চরিত্রের মধ্য দিয়েই ঔপনিবেশিক প্রশাসনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য নির্ধারিত হয়। ভবিষ্যৎ গবেষণায় স্থানীয় সমাজের অভিজ্ঞতা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রশাসনিক সম্পর্ক এবং ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের তুলনামূলক বৈশ্বিক বিশ্লেষণ আরও গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে।

References:

1. Alavi, H. (1972). The State in Post-Colonial Societies: Pakistan and Bangladesh. New Left Review.
2. Bandyopadhyay, S. (2004). From Plassey to Partition: A History of Modern India. Orient Blackswan.
3. Brown, J. M. (1994). Modern India: The origins of an Asian democracy. Oxford University Press.
4. Chandra, B. (1979). Nationalism and Colonialism in Modern India. New Delhi: Orient Longman.
5. Dutt, R. Palme. (1940). India Today. Victor Gollancz, Limited London, UK.
6. Guha, R. (1997). Dominance without hegemony: History and power in colonial India. Harvard University Press.
7. Gupta, Datta, Sobhanlal. (1979) Justice and the Political Order in India: An Inquiry into the Institutions and Ideologies. K. P. Bagchi & Co; Calcutta,
8. Kohli, Atul. (1990) Democracy and Discontent: India's Growing Crisis of Governability. Oxford.
9. Marshall, P. J. (Ed.). (1998). The Oxford history of the British Empire: Vol. 2. The eighteenth century. Oxford University Press.
10. Mason, P. (1954). The men who ruled India. Jonathan Cape.
11. Metcalf, T. R. (1995). Ideologies of the Raj. Cambridge University Press.
12. Misra, B. B. (1959). The central administration of the East India Company, 1773–1834. Manchester University Press.
13. Potter, D.C. (1986). India's Political Administrators: From ICS to IAS. Oxford University Press.
14. Sarkar, S. (1983). Modern India: 1885–1947. Macmillan.
15. Seal, A. (1968). The emergence of Indian nationalism: Competition and collaboration in the later nineteenth century. Cambridge University Press.
16. Spear, P. (1965). The Oxford history of modern India, 1740–1947. Oxford University Press.
17. Washbrook, D. A. (1988). Progress and problems: South Asian economic and social history c.1720–1860. Modern Asian Studies, 22(1), 57–96. https://doi.org/10.1017/S0026749X0000957X, Accessed on, 27-01-2026
18. Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press. (Original work published 1922)

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431